بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দানশীলতা ও বদান্যতা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ জুন, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা বাকারা'র ২৭৫ এবং সূরা আয-যারিয়াত -এর ২০ নং আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন,

আমি প্রথম যে আয়াতটি পাঠ করেছি সেটি সূরা বাকারা'র আয়াত। এর অনুবাদ হলো, **"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না।"**

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আয-যারিয়াত এর। এর অনুবাদ হলো, **"আর তাদের ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থীদেরও অধিকার রয়েছে এবং যারা সাহায্য চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার রয়েছে।"**

আজ আমি মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এ বিষয়ে তিনি (সা.) কীভাবে বারবার মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একইভাবে তাঁর নিজের ব্যবহারিক আদর্শও কত উন্নত ছিল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে শুধু নিজের বাণী দ্বারাই নয়, বরং নিজের ব্যবহারিক আদর্শ দ্বারাও অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই বাক্যাবলি পাঠ করে দোয়া করতেন, **'হে আল্লাহ্! আমি কার্পণ্য থেকে, আলস্য থেকে, জরাজীর্ণ বয়স থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর নৈরাজ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।**

একইভাবে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়া হলো, **"আল্লাহুম্মা ইন্নী**

আউযু বিকা মিনাল হাম্নি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া দ্বলা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল" অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, দুর্বলতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে।

আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার বিষয়ে তিনি (সা.) এই উপদেশ দিয়েছেন যে, **'থলের মুখ বেঁধে রেখো না। খোলো (তথা খরচ করো), অন্যথায় তোমাকেও তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে'**। তিনি (সা.) বলেন, **'গণনা করতে থেকো না বা গুনে গুনে দিও না, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন'**।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে কিন্তু আগুন (বা জাহান্নাম) থেকে দূরে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে কিন্তু আগুনের (জাহান্নামের) নিকটে'**। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, **ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং অধিক খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। মু'মিন সরলমনা ও দানশীল হয়, আর পাপাচারী হয় প্রবঞ্চক ও ইতর**।

এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, **হে আদম সন্তান! তোমার নিজের প্রয়োজন শেষে অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করা তোমার জন্য উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তোমার যেসব প্রয়োজন রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূরণ করো, কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে তা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করো, আর তা পুঞ্জিভূত করে রাখা তোমার জন্য মন্দ, তবে তোমাকে প্রয়োজনের পরিমাণ (গচ্ছিত) রাখার কারণে তিরস্কার করা হবে না। আর তুমি তার মাধ্যমে (খরচ) শুরু করো– যার লালনপালনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত**। অতঃপর তিনি (সা.) বলেছেন, **আর ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম**।

একবার মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর কাছে আসেন। তখন তার সামনে খেজুরের একটি স্তূপ জমা ছিল, যা তিনি মহানবী (সা.) এবং তাঁর অতিথিদের জন্য জমা করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি এটি ভয় পাও না যে, এই স্তূপিকৃত সম্পদের ওপর জাহান্নামের গরম আঁচ এসে লাগবে? অতঃপর তিনি (সা.) বেলাল (রা.)-কে উপদেশ দেন, **হে বেলাল! খরচ করতে থাকো এবং আরশের অধিপতি খোদা থাকতে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না**।

আরেক জায়গায় মহানবী (সা.) বলেছেন. **"আমি তো কেবল বণ্টনকারী; দাতা তো আল্লাহ্**।"

মহানবী (সা.)-এর বদান্যতার গুণ তাঁর মধ্যে নবুওয়্যত লাভের পূর্বেও ষোলো আনা বিদ্যমান ছিল, যার সাক্ষ্য আমরা হযরত খাদীজা (রা.)-র সেই বক্তব্যে পাই, যা তিনি প্রথম ওহীর সময় বলেছিলেন, **ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই; আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, এমন সব পুণ্যকর্ম করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যিকার বিপদে (মানুষকে) সাহায্য করেন**।

মহানবী (সা.) বলেছেন, দু'টি স্বভাব মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না, প্রথমত কৃপণতা, আরেকটি দুশ্চরিত্র। তিনি বলেছেন, অবিচার থেকে মুক্ত থাকো, কৃপণতা ও লোভ থেকে বাঁচো; নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছিল। কোনো বান্দার অন্তরে লোভ, কৃপণতা এবং ঈমান একসঙ্গে থাকতে পারে না।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, সবচেয়ে

দানশীল ছিলেন, সবচেয়ে সাহসী ছিলেন।

তিনি (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ্ সকল দাতার চেয়ে বেশি দানশীল, আর আমি আদম-সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল।"**

অনান্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি দান-সাদকা খয়রাত করতেন এবং কল্যাণ ও পুণ্যের ক্ষেত্রে তিনি ঝড়ো হাওয়ার চেয়েও বেশি দ্রুত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, **যদি আমার কাছে তিহামার পর্বতগুলোর সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি তাও তোমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম এবং তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বা কৃপণ হিসেবে দেখতে পেতে না। তিনি (সা.) বলেছেন, আমি এটি কখনোই পছন্দ করব না যে, আমার কাছে উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ সোনা থাকবে এবং তৃতীয় রাত পার হয়ে যাবে অথচ তা থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট রয়ে যাবে, শুধু সেই অংশ ছাড়া যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দিয়েছি।**

তিনি (সা.) বলেছেন, **'যারা অত্যন্ত ধনী অথচ অভাবীদের জন্য ব্যয় করে না, তারাই কিয়ামতের দিন অতি দরিদ্র হবে।'**

এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যতগুলো ছাগল ছিল তার সবগুলো চেয়ে বসে এবং তিনি (সা.) তাকে তা দান করেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলে, **হে আমার সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ করে নাও, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.) এত বেশি দান করেন যে, দারিদ্র্যতার আর কোনো ভয় থাকে না।**

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি কেবল জগতের লোভেই ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলাম তার কাছে জগৎ ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে যেত।

মহানবী (সা.) আগামীকালের জন্য কোনো কিছু জমা করে রাখতেন না। একবার মহানবী (সা.) আসরের নামায পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যান এবং আবার বাইরে বের হয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **আমি সাদকার মাল থেকে এক টুকরা সোনা ঘরে ফেলে এসেছিলাম। আমি পছন্দ করি নি যে, এটা সারা রাত আমার কাছে পড়ে থাকবে, তাই আমি তা বিলিয়ে দিয়েছি।**

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন, তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, কোনো কষ্ট বা ব্যথার কারণে এমন হয়েছে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার চেহারা ফ্যকাসে হয়ে গেছে; এটা কি কোনো কষ্টের কারণে? মহানবী (সা.) বলেন: না! বরং সেই সাতটি দীনারের কারণে, যা সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসেছিল এবং রাত পার হয়ে গেল, অথচ আমি তা বিতরণ করি নি। আমি তা বিছানার কোনায় ভুলে গিয়েছিলাম; যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, **তাঁর কাছে যা কিছু আসত, তিনি তা তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর ঘরে একটি মোহর ছিল, তিনি সেটি নিয়ে বিতরণ করেন।** মহানবী (সা.) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি দান করতেন। দানের দিক থেকে তিনি সব মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন।

একবার তাঁর (সা.) কাছে সত্তর হাজার দিরহাম আসে। এই সম্পদ একখানা চাটাইয়ের ওপর রাখা হয়। তিনি (সা.) এই সম্পদ বণ্টনের জন্য দাঁড়ান, এমন কোনো প্রার্থী ছিল না যাকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এভাবেই পুরো সম্পদ বিলিয়ে দেন।

হযরত উসমান (রাযি.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপহার স্বরূপ এক ছড়া আঙুর পেশ করেন এবং

এটিও বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, সেটি এক ছড়া খেজুর ছিল। প্রথমে এক জায়গায় আঙুর রয়েছে, এক জায়গায় খেজুর রয়েছে। যাই হোক, বলা হয় এরপর একজন যাচক বা ভিক্ষুক এলো, তখন মহানবী (সা.) সেটি তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর হযরত উসমান (রাযি.) সেটি এক দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিলেন; সেই যে ছড়াটি তিনি নিয়ে এসেছিলেন, কোনো বিশেষ জাতের হবে, খেজুরগুলো ভালো ছিল। তিনি এক দিরহামের বিনিময়ে তার থেকে অর্থাৎ সেই যাচকের থেকে কিনে পুনরায় তা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করলেন। এরপর সেই যাচক আবারও চলে এলো, তখন তিনি (সা.) তাকে সেটি আবার দিয়ে দিলেন। এবং এভাবে এই ঘটনা তিনবার ঘটল। হযরত উসমান (রাযি.) কিনে নিতেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করতেন, সে এসে আবার চাইত এবং এরপর তিনি (সা.) তাকে তা দিয়ে দিতেন। পরিশেষে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কোমলতার সাথে সেই যাচককে বললেন: হে অমুক! তুমি কি যাচক নাকি ব্যবসায়ী! তুমি তো চাইতে এসেছ। যাচকেরা তো এমনটি করে না, তুমি তো দিরহামও কামিয়ে যাচ্ছ আর এটি তো তুমি ব্যবসাই করছ। তিনি (সা.) প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ঢঙে নসীহত করলেন যে, তুমি যা করছ এই কাজটি অনুচিত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালামের বরাতে হযরত যায়েদ বিন সায়নাহ্ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করার পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার বলেন: এটিই হলো মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্র যে, কেবল ঋণ নিয়ে একটি জাতিকে ক্ষুধা থেকে রক্ষাই করেননি, বরং নিজের আখলাক বা চরিত্রের মাধ্যমে একজন ইহুদী আলেমকেও মুসলমান বানিয়ে নিলেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

12 June May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in